ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৭ বর্ষ ১ম সংখ্যা | ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ১ মাঘ ১৪২৯, ১৫ জানুয়ারি ২০২৩

খ্রিষ্টীয় নববর্ষ উপলক্ষ্যে উপাচার্যের শুভেচ্ছা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান খ্রিষ্টীয় নববর্ষ-২০২৩ উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, এলামনাই এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যসহ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২২ এক শুভেচ্ছা বাণীতে উপাচার্য সকলের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে পদ্মা সেতু ও মেট্রোরেলসহ নানা মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, পরিবেশ, কৃষি, ব্যবসায়, বাণিজ্য, অর্থনীতিসহ সর্বক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নয়ন ও অগ্রগতি অর্জন করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সমৃদ্ধ ও উন্নত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার পথে দেশ অপ্রতিরোধ্য ও দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের গুরুত্ববহ সূচক আজ দৃশ্যমান। সাফল্য, উন্নয়ন ও অগ্রগতির এই ধারা নতুন বছরেও অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান আরও বলেন, কোভিড-১৯ ও চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে উদ্ভূত বৈশ্বিক নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এবং সকল প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠে ২০২৩ হবে একটি সম্ভাবনাময় বছর। দেশ ও জাতির প্রত্যাশা পূরণের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ অর্জন, ৪র্থ শিল্পবিপ্লব প্রসূত সুযোগের সদ্ব্যবহার করে দক্ষ, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানবসম্পদ তৈরি, মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণার ক্ষেত্র প্রসার, নতুন নতুন উদ্ভাবন, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানের উন্নয়ন এবং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও উচ্চতায় নেওয়ার লক্ষ্যে উপাচার্য সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় সহযোগিতা কামনা করেন।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২২ সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদসহ শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

একাত্তরের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রয়োজন– উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নৃশংস গণহত্যার চিত্র তুলে ধরে বলেছেন, এই ন্যক্কারজনক গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করা প্রয়োজন। শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে গত ১৪ ডিসেম্বর ২০২২ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের মহাসচিব মোল্লা মোহাম্মদ আবু কাওছারসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণি কর্মচারী সমিতি, কারিগরী কর্মচারী সমিতি এবং চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং শহিদ বুদ্ধিজীবীদের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, এদেশের বুদ্ধিজীবীরা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সাম্প্রদায়িকতা, উগ্রতা ও বর্বর গণহত্যার চিত্র বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেছিলেন। তাঁরা সকল অন্যায়, অপকর্ম ও বৈষম্যের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। নিজ নিজ পেশায় তাঁরা ছিলেন প্রথিতযশা। জাতিকে মেধাশূণ্য করতেই পরিকল্পিতভাবে দেশের এই সেরা সন্তানদের হত্যা করা হয় উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল গণহত্যার মূলকেন্দ্র। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের নৃশংস গণহত্যার নজির নেই। দেশের স্বাধীনতা বিরোধীরা এই গণহত্যায় সহযোগিতা করেছিল। নতুন প্রজন্মের মাঝে ইতিহাস সচেতনতা গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, স্বাধীনতা বিরোধীদের সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে।

উপাচার্য বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত যে সব কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তা সফলভাবে বাস্তবায়ন করে চলেছেন। এ কারণে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখতে স্ব স্ব অবস্থান থেকে কাজ করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন দর্শনের আলোকে উদার, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ বিনির্মাণে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

দিবসটি উপলক্ষ্যে উপাচার্য ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভবনসমূহে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণস্থ কবরস্থান, জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণস্থ স্মৃতিসৌধ, বিভিন্ন আবাসিক এলাকার স্মৃতিসৌধ এবং মিরপুর ও রায়ের বাজার শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদসহ বিভিন্ন হল মসজিদ ও উপাসনালয়ে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া ও প্রার্থনা করা হয়।

ঢাবি'র রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের ২৫জন প্রতিনিধি নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের ২৫জন প্রতিনিধি নির্বাচন আগামী ১৮ মার্চ ২০২৩ ঢাকার কেন্দ্রসমূহে এবং আগামী ৪ মার্চ ও ১১ মার্চ ২০২৩ তারিখ ঢাকার বাইরের কেন্দ্রসমূহে অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ১ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ১৬ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত নির্বাচনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দেয়া যাবে। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ আগামী ২৪ জানুয়ারি ২০২৩। নির্বাচনে প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা আগামী ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রকাশিত হবে।

ঢাকার কেন্দ্রসমূহে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত এবং ঢাকার বাইরের কেন্দ্রসমূহে সকাল ১০টা থেকে অপরাহ্ন ২টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের https://reggrad.du.ac.bd ওয়েব সাইট থেকে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট নির্বাচনের বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে এবং আগামী ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ হতে নির্বাচনের আগ পর্যন্ত ভোটার কার্ড ডাউনলোড করা যাবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিক স্মৃতিস্তম্ভ-এর নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তিকে স্মরণীয় করে রাখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মলচত্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিক স্মৃতিস্তম্ভ "অসীমতার স্তম্ভে বিশালতা, অন্তর্ভুক্ততা ও উদারতা"-এর নির্মাণ কাজ গত ১৮ ডিসেম্বর ২০২২ উদ্বোধন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, চারুকলা অনুষদের ডিন ও এই স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ কাজের প্রকল্প পরিচালক অধ্যাপক নিসার হোসেনসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন অফিস প্রধান, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় ইতিহাস, ঐতিহ্য, অর্জন, মৌলিক দর্শন ও মূল্যবোধকে অন্তর্ভুক্ত করে এই স্থাপনা নির্মাণ করা হবে। এই স্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশ, প্রকৃতি ও নৈসর্গিক সৌন্দর্যের সঙ্গে শিক্ষার্থী ও দর্শনার্থীদের মিথস্ক্রিয়া ঘটবে। নান্দনিক এই স্থাপনা নতুন ও অনাগত প্রজন্মের কাছে উদারনৈতিক ও মানবিক (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

কালাজ্বর শনাক্তকরণের নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন

দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রাণঘাতি রোগ কালাজ্বর নির্ভুলভাবে শনাক্ত করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মুহাম্মদ মনজুরুল করিমের নেতৃত্বে একটি গবেষক দল এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। গত ২ জানুয়ারি ২০২৩ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে কালাজ্বর নির্ণয়ের এই নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়। সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সভাপতিত্ব করেন।

এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. মো. টিটো মিঞা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ কে এম মাহবুব হাসান, চিকিৎসা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. শাহরিয়ার নবী, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. আনোয়ারা বেগমসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও গবেষক দলের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অসাধারণ উদ্ভাবনের জন্য গবেষক দলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, মৌলিক গবেষণার (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

সম্প্রীতি সম্মিলন অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সম্প্রীতির বাংলাদেশ' শীর্ষক এক সম্প্রীতি সম্মিলন গত ১৯ ডিসেম্বর ২০২২ আরসি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই সম্মিলনের উদ্বোধন করেন।

সম্প্রীতি বাংলাদেশ-এর আহ্বায়ক পীযূষ বন্দোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. ফাদার তপন ডি রোজারিও, বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয় এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সাধারণ সম্পাদক স্বামী দেবধ্যানানন্দ প্রবন্ধের উপর আলোচনায় অংশ নেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার, সম্প্রীতি বাংলাদেশ-এর সদস্য-সচিব অধ্যাপক ড. মামুন আল মাহতাব স্বপ্নীল, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া এবং গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, বিশ্বসভ্যতায় যা কিছু অর্জন হয়েছে তা মানবিক মূল্যবোধকে কেন্দ্র করেই হয়েছে। নিজের ধর্মের প্রতি যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাশীল সে অন্যের ধর্মকেও শ্রদ্ধা করতে জানে। অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধকে উপজীব্য করেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের উন্নত ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে এবং দেশের সম্প্রীতি ও শান্তি বজায় রাখতে সকল অপশক্তিকে সম্মিলিতভাবে মোকাবিলা করতে হবে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নয়নের অপ্রতিরোধ্য গতিকে অব্যাহত রাখতে সমন্বিতভাবে কাজ করার জন্য উপাচার্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

সম্মেলনে দেশ বরেণ্য শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিক স্মৃতিস্তম্ভ-এর নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

(১ম পৃষ্ঠার পর) মূল্যবোধের বার্তা পৌঁছে দেবে এবং তারা এই স্থাপনা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, ঐতিহ্য ও অর্জন সম্পর্কে জানতে পারবে। উপাচার্য এই স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে পরামর্শ ও আর্থিক অনুদান প্রদান করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি গুণগতমান নিশ্চিত করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই স্মৃতিস্তম্ভের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

শতবার্ষিক এই স্মৃতিস্তম্ভের বেদির আয়তন ৭ হাজার ২০০ বর্গফুট যার দৈর্ঘ্য ১২০ ফুট ও প্রস্থ ৬০ ফুট। মূল স্তম্ভের দৈর্ঘ্য ৭০ ফুট, প্রস্থ ৩০ ফুট ও উচ্চতা ২৫ ফুট। এর ওয়াটার গার্ডেনের ব্যাস ৬০ ফুট ও গভীরতা ৫ ফুট। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবান্বিত শতবর্ষের প্রকাশ হিসেবে ১০০টি বাতি থাকবে এবং ২০টি 'হিস্ট্রি প্যানেল' নির্মাণ করা হবে। এখানে শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থা, সাইকেল স্ট্যান্ড, রিসাইকেল বিন, চার্জিং পয়েন্টসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থাকবে। মনুমেন্ট নির্মাণের জন্য মলচত্বর এলাকার গাছপালা অক্ষত রেখে পেভমেন্ট, রোড, ড্রেন ও বৈদ্যুতিক কাজ সম্পন্ন করা হবে। উল্লেখ্য, উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি)-এর যৌথ উদ্যোগে একটি বিশেষায়িত জুরিবোর্ডের মাধ্যমে এই স্মৃতিস্তম্ভের স্থাপত্য নকশা নির্বাচন করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের ৩০ বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে কেক কেটে দিনব্যাপী উৎসবের বিভিন্ন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক, এমপি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে গত ২১ ডিসেম্বর ২০২২ অনুষ্ঠিত 'দ্বিতীয় কোড সামুরাই আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় হ্যাকাথন প্রতিযোগিতা'র সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিএসই বিভাগ এবং বাংলাদেশ জাপান ইনফরমেশন টেকনোলজি-এর যৌথ উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী 'দ্বিতীয় কোড সামুরাই আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় হ্যাকাথন প্রতিযোগিতা ২০২২' গত ২০ ডিসেম্বর ২০২২ উদ্বোধন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদের সভাপতিত্বে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাবি-এ ১৩তম জাতীয় স্নাতক গণিত অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগের উদ্যোগে '১৩তম জাতীয় স্নাতক গণিত অলিম্পিয়াড'-এর চূড়ান্ত পর্ব গত ২৩ ডিসেম্বর ২০২২ বিশ্ববিদ্যালয়ের এ এফ মুজিবুর রহমান গণিত ভবনের রেজাউর রহমান অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিনব্যাপী এই অলিম্পিয়াডের উদ্বোধন করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, বিজ্ঞানের মূল ভাষা হচ্ছে গণিত। গণিতে ভালো হলে জ্ঞানের সকল শাখায় ভালো করা যায়। সর্বোপরি গণিতচর্চা একজন মানুষকে যুক্তিনির্ভর মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। গণিত শিক্ষা প্রসারে বাংলাদেশ গণিত সমিতি, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

এই '১৩তম জাতীয় স্নাতক গণিত অলিম্পিয়াড'-এর চূড়ান্ত পর্বের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ গণিত সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদ ও জাতীয় স্নাতক গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. মনিরুল আলম সরকার।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বলেন, জীবনের সর্বক্ষেত্রে গণিতের পদচারণা রয়েছে। গণিত চিন্তা শক্তির বিকাশ ঘটায়। এমনকি কবিতার মধ্যেও গণিতের প্রয়োগ রয়েছে। গণিত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি ছাড়া দেশ ও জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি বিজয়ী শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানান এবং গণিতচর্চার পাশাপাশি বই পড়ার বিশেষ করে বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও মনীষীদের গ্রন্থ পড়ার জন্য তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, আঞ্চলিক পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ দশজন করে সর্বমোট ৮২ জন প্রতিযোগী অলিম্পিয়াডের চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে ১০ জনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ম্যাটেরিয়ালস্, এনার্জি ও ক্লাইমেট বিষয়ক দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ম্যাটেরিয়ালস্, এনার্জি এন্ড ক্লাইমেট' শীর্ষক দু'দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ১৯ ডিসেম্বর ২০২২ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে উদ্বোধন করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ভার্চুয়ালি এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে এই সম্মেলন আয়োজন করা হয়।

সম্মেলন আয়োজক কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. নূরনবী এবং ম্যাগসেসে পুরস্কারপ্রাপ্ত ড. রাজেন্দ্র সিং বক্তব্য রাখেন।

ডা. দীপু মনি, এমপি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার অনেক বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নিয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করে মানুষের জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি রক্ষায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে।

অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সম্মেলন আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক সমস্যা। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশসহ অনেক দেশ নানাবিধ ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। মাত্রাতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণের কারণে আমরা পরিবেশ দূষণের নানাবিধ ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় ও পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে গ্রীন এনার্জি খাতকে উন্নত করার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। শিক্ষা, গবেষণা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও পরিবেশ দূষণ রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য তিনি সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ২০ ডিসেম্বর ২০২২ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে সমাপ্ত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, এমপি প্রধান অতিথি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ও ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, এমপি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ সব ক্ষেত্রেই অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। বর্তমান সরকার বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলছে।

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এই সম্মেলন আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এর থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ এবং ফলাফল প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ও এক্ষেত্রে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা প্রশমিত করতে সাহায্য করবে। পরিবেশ ও প্রকৃতি রক্ষা করা সকলের দায়িত্ব উল্লেখ করে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সচেতনভাবে কাজ করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

কালাজ্বর শনাক্তকরণের নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন

(১ম পৃষ্ঠার পর) ক্ষেত্রে এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বমানের অনেক গবেষক ও বিজ্ঞানী রয়েছেন। নতুন নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে তাঁরা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। আধুনিক ও সমৃদ্ধ ল্যাব স্থাপন করা গেলে শিগ্‌গিরই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোভিড-১৯ টিকাসহ বিভিন্ন ধরনের টিকা উদ্ভাবন ও উৎপাদন করা যাবে।

গবেষক দলের প্রধান অধ্যাপক মুহাম্মদ মনজুরুল করিম জানান, রিয়েল টাইম পিসিআর ভিত্তিক এই মলিকুলার ডায়াগনস্টিক পদ্ধতি সম্পূর্ণ নির্ভুল ও নিখুঁতভাবে কালাজ্বর শনাক্তকরণের একটি রোগীবান্ধব পদ্ধতি। মূত্রের নমুনা ব্যবহার করে এই পদ্ধতিতে মাত্র ৩ ঘন্টার মধ্যে কালাজ্বর শনাক্ত করা সম্ভব। পূর্বে কালাজ্বর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে রক্তের ইমিউনোক্রোমাটোগ্রাফিক পরীক্ষা এবং অস্থি-মজ্জা, যকৃত, প্লিহা, লিম্ফ নোড এর টিস্যু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হতো। এতে রোগ শনাক্তকরণের জন্য ৭দিন সময় লাগতো। নতুন এই পদ্ধতিতে কালাজ্বর নির্ণয় ও নির্মূলের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একধাপ এগিয়ে গেলো বলে তিনি জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের গবেষকদের এই গবেষণা ফলাফল ইতোমধ্যেই বিশ্বখ্যাত জার্নাল PLOS Global Public Health-এ প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশ-জাপান

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন মাসিদা তাতসুয়া ও চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন বক্তব্য রাখেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই ধরনের যৌথ সহযোগিতামূলক অংশগ্রহণ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই প্রদর্শনী আয়োজনের মাধ্যমে দু'দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি অঙ্গণ আরও সমৃদ্ধ হবে এবং তরুণ শিল্পীরা অনুপ্রাণিত ও উৎসাহ পাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ৮ জানুয়ারি ২০২৩ শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের জিমনেশিয়ামে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আন্তঃবিভাগ বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিদের সাক্ষাৎ

ভারতীয় হাইকমিশনার

বাংলাদেশে নবনিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার মি. প্রণয় ভার্মা গত ১০ জানুয়ারি ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ভারতীয় হাইকমিশনের অ্যাটাচি (এডুকেশন) মি. জয়ন্ত বকশি ও সেকেন্ড সেক্রেটারি মি. ভৈবভ সুনীল গন্ডানি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার, জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা ও জনসংযোগ দফতরের পরিচালক মাহমুদ আলম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতীয় স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে চলমান শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার ব্যাপারে মতবিনিময় করেন। এছাড়া, তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ভারতীয় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আরও অধিক সংখ্যক ছাত্র-শিক্ষক বিনিময়ের উপর গুরুত্বারোপ করেন। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নতুন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা এবং যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা কার্যক্রমের নতুন ক্ষেত্র উন্মোচনের ব্যাপারেও তাঁরা ফলপ্রসূ আলোচনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান নবনিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার মি. প্রণয় ভার্মাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাগত জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত যৌথ সহযোগিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক সুসম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা কার্যক্রম বৃদ্ধির ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশের জন্য ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

১১ দেশের ১৪জন বিশিষ্ট সাংবাদিক

১১টি দেশের ১৪ জন বিশিষ্ট সাংবাদিক গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। দেশগুলো হলো হংকং, ভিয়েতনাম, বাহরাইন, আলজেরিয়া, রোমানিয়া, ওমান, স্পেন, পর্তুগাল, কম্বোডিয়া, পোল্যান্ড ও বুলগেরিয়া।

সাক্ষাৎকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে বিদেশি সাংবাদিকদের অবহিত করেন। তিনি বলেন, দেশের প্রাচীনতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণতান্ত্রিক, মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ চর্চার প্রাণকেন্দ্র। ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধসহ প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অসামান্য অবদান তুলে ধরে উপাচার্য বলেন, এদেশের স্বাধীনতার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী জীবন উৎসর্গ করেছেন। শিক্ষা ও গবেষণার উৎকর্ষ সাধন, মানবিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন বলেও তিনি জানান।

জাইকা'র প্রধান আবাসিক প্রতিনিধি

জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা)-এর ঢাকাস্থ প্রধান আবাসিক প্রতিনিধি মি. ইচিগুছি টমোহাইদ গত ১৮ ডিসেম্বর ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল্লাহ্-আল-মামুন, জাইকা'র সিনিয়র রিপ্রেজেন্টেটিভ কমোরি তাকাশি, জাইকা রিপ্রেজেন্টেটিভ চিনাতসু ইহা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জনসংযোগ দফতরের পরিচালক মাহমুদ আলম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় তাঁরা জাইকা'র সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমকে আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। স্বাধীনতার পর থেকেই জাপান সরকার বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে সহযোগিতা করে আসছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর সঙ্গে জাইকা'র চলমান শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমকে আরও জোরদার করতে গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য জাইকা'র ঢাকাস্থ প্রধান আবাসিক প্রতিনিধি মি. ইচিগুছি টমোহাইদ আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

রাশিয়ার বিশিষ্ট উদ্যোক্তা

রাশিয়ার বিশিষ্ট উদ্যোক্তা মি. সিসেনকো ভ্যালেনটিন গত ২৭ ডিসেম্বর ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় বাংলাদেশ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের সাবেক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. জয়নাল আবেদীন উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। তাঁরা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা পরবর্তী দেশ পুনর্গঠন ও বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে রাশিয়ার অবদান ও সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজমান রয়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রাশিয়া বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ সকল ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে এবং বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার জন্য মি. সিসেনকো ভ্যালেন্টিনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

বাংলাদেশে নবনিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা গত ১০ জানুয়ারি ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

১১টি দেশের ১৪ জন বিশিষ্ট সাংবাদিক গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি'র ঢাকাস্থ প্রধান আবাসিক প্রতিনিধি মি. ইচিগুছি টমোহাইদ গত ১৮ ডিসেম্বর ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

রাশিয়ার বিশিষ্ট উদ্যোক্তা মি. সিসেনকো ভ্যালেনটিন গত ২৭ ডিসেম্বর ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

২টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ ইনস্টিটিউটের সাথে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এবং ভলান্টারি সার্ভিস ওভারসিজ বাংলাদেশ-এর মধ্যে পৃথক ২টি সমঝোতা স্মারক গত ২২ ডিসেম্বর ২০২২ স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি'র উপ-মহাসচিব সুলতান আহমেদ এবং ভলান্টারি সার্ভিস ওভারসিজ বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর খবিরুল হক কামাল নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এ উপলক্ষ্যে উপাচার্য অফিস সংলগ্ন লাউঞ্জে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. দিলারা জাহিদ।

সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এবং ভলান্টারি সার্ভিস ওভারসিজ বাংলাদেশ-যৌথভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও মোকাবিলা এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং জার্নাল প্রকাশ করবে। এছাড়া, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ ইনস্টিটিউটের গ্র্যাজুয়েটদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জনে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ফেলোশিপ প্রদান করবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত হয়ে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তিনি এই সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

ঢাবি এবং ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তুরস্কের ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়-এর মধ্যে গত ৪ জানুয়ারি ২০২৩ এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এবং ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর অধ্যাপক ড. মাহমুত আক নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

ভার্চুয়াল এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এবং ইস্তাম্বুলে নিযুক্ত বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নূর-আলম সংযুক্ত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং পিএইচডি গবেষক বিনিময় করা হবে। এছাড়া, দু'বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে পিএইচডি গবেষণা প্রবন্ধ তত্ত্বাবধান করবে এবং সেমিনার, কর্মশালা, সম্মেলন ও সিম্পোজিয়াম আয়োজন করবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। এর মাধ্যমে দু' বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও সমৃদ্ধ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। উপাচার্য বলেন, বাংলাদেশ এবং তুরস্কের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ ঐতিহাসিক দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক বিরাজ করছে। এই সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে দু'দেশের এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

‘শেখ কামাল-সুলতানা কামাল’ ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে ‘শেখ কামাল-সুলতানা কামাল ট্রাস্ট ফান্ড’ গঠন করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের লক্ষ্যে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান গত ৫ জানুয়ারি ২০২৩ অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান-এর কাছে ৪০ লাখ টাকার একটি চেক হস্তান্তর করেন।

অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমানের সভাপতিত্বে এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি এবং শহিদ শেখ কামাল ও শহিদ সুলতানা কামালের পরিবারের পক্ষ থেকে শেখ কবির হোসেন ও গোলাম আহমেদ টিটো সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ সফলতা অর্জনকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পুরস্কার ও বৃত্তি প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই ট্রাস্ট ফান্ডের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, এর মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম শহিদ শেখ কামাল ও শহিদ সুলতানা কামালের বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন ও আদর্শ সম্পর্কে জানতে পারবে। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠপুত্র শহিদ শেখ কামাল ও পুত্রবধূ শহিদ সুলতানা কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞান বিভাগের মেধাবী শিক্ষার্থী ছিলেন। শহিদ শেখ কামাল একাধারে একজন ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, চৌকস সেনা কর্মকর্তা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক কর্মী ও সংগঠক ছিলেন। অসাধারণ প্রতিভাবান এই ব্যক্তিত্ব জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন। শহিদ সুলতানা কামাল দেশের একজন কৃতী অ্যাথলেট ছিলেন। তাঁদের জীবন ও কর্ম থেকে শিক্ষা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমেও সফল হবে বলে উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন।

কলা অনুষদের ডিনস্ অ্যাওয়ার্ড পেলেন ১৮৬জন শিক্ষার্থী

স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফলের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ১৮৬জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে ‘ডিনস্ অ্যাওয়ার্ড’ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, পুস্তক রচনা ও গবেষণা কর্মের জন্য অনুষদের ৭ জন শিক্ষককে ডিনস্ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ২৭ ডিসেম্বর ২০২২ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের হাতে এই অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন।

কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুল বাছিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এমিরিটাস অধ্যাপক ড. এ.এফ. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন। বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারপার্সন অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন সহযোগী অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের কাজ করতে হবে। জ্ঞানকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে সমাজের উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির জ্ঞানের সঙ্গে অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠতে হবে। বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

নতুন দু’টি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. নূর উজ জামান ট্রাস্ট ফান্ড’ এবং ‘বীর মুক্তিযোদ্ধা আমেনা জামান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড’ শীর্ষক নতুন দু’টি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের লক্ষ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা দম্পতির ছেলে বীর মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মাদ আল জামান এবং কন্যা যুক্তরাষ্ট্রের ওহিয়ো স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক নিরু কামরুন নাহার ২০ লাখ টাকার পৃথক দু’টি চেক গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ-এর কাছে হস্তান্তর করেন। উপাচার্য দফতরে আয়োজিত চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদ, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. সুপ্রিয়া সাহা, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শামসুল আলম এবং রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার উপস্থিত ছিলেন।

ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের কয়েকজন অসচ্ছল শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মহান বিজয়ের মাসে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করায় মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে ধন্যবাদ দেন। অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধ ধারণ করে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

দুই প্রতিষ্ঠানের পৃথক দু’টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদ এবং ভারতের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনের মধ্যে গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অশোক কুমার মাহাতো নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেনসহ উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষক বিনিময় করা হবে। এছাড়া, দুই বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করবে।

এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ এবং সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট-এর মধ্যে পৃথক একটি সমঝোতা চুক্তি গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট-এর পক্ষে প্রধান নির্বাহী ড. মো. মোখলেছুর রহমান এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

এই চুক্তির আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের মেধাবী ছাত্রীদের গবেষণা ফেলোশিপ প্রদান করা হবে। এছাড়া, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালা আয়োজন করা হবে।

বাংলাদেশ-জাপান যৌথ চিত্র প্রদর্শনী

বাংলাদেশ ও জাপানের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দু’দেশের শিল্পীদের যৌথ অংশগ্রহণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়নুল গ্যালারিতে গত ১৭ ডিসেম্বর ২০২২ থেকে এক চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সন্ধ্যায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ‘জাপান এবং বাংলাদেশ: গ্রুপ আর্ট এক্সিবিশন’ শীর্ষক ৬-দিনব্যাপী এই চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। অংকন ও চিত্রায়ণ বিভাগ এবং ঢাকাস্থ জাপান দূতাবাস যৌথভাবে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে জাপান (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তম শামসুন নাহার মাহমুদ স্মৃতি বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০২৩ এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ৭ জানুয়ারি ২০২৩ শামসুন নাহার হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন, মো: আবু বকর সিদ্দিক ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার ও মোঃ জাকির হোসেন। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫